- পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার ১৬ জন প্রতিনিধিকে মিডিয়া ফেলোশিপ দেয়া হয়
- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নিম্ন অগ্রগতিসম্পন্ন উপজেলাসমূহে ক্লায়েন্ট ফেয়ার বা 'গ্রহীতা মেলা', 'পরিবার সম্মেলন' ও 'পরিবার পরিকল্পনা মেলা'র আয়োজন করা হচ্ছে
- এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে মাতৃমৃত্যু রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সভা করা হচ্ছে
- গর্ভবতী মায়েদের মোবাইলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এএনসি, ডেলিভারি ও পিএনসি সেবা নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসএমএস বা মোবাইল বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং মায়েদের গর্ভকালীন সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে 'মায়ের ব্যাংক' চালু করা হয়েছে
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন পূর্বক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে
- IEM ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিক্রমা'র মাধ্যমে অধিদপ্তর কার্যক্রমের তথ্য ও সংবাদ প্রচার করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

- পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য 'সুখি পরিবার' নামে 'কল সেন্টার' **(নম্বর ১৬৭৬৭)** থেকে ২৪/৭ সেবা চলমান রয়েছে
- Facebook,Youtube, Google, twitter-এ পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে
- MIS ইউনিটের উদ্যোগে মে, ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১২৩টি উপজেলায় FWA-এর 'ই-রেজিস্টার' এবং ১৬৯টি উপজেলার সেবা প্রতিষ্ঠানে FWV-এর ই-ফেসিলিটিস রেজিস্টারে ইলেট্রনিক পদ্ধতিতে ডাটা সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ৪টি জেলায় DGFP DHIS 2 এ ডাটা আপলোডিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে
- পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীদের মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ও কাউন্সিলিং' সংক্রান্ত তথ্য ও উপকরণ সমৃদ্ধ E-Toolkit I E-Learning-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে
- আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্যবিষয়ক অনলাইন ত্রৈমাসিক পত্রিকা e-Bulletin নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে
- এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট এবং পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে Adolescent Health Newsletter নামে একটি Newsletter প্রকাশিত হচ্ছে
- মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত, নির্ভুল ও সহজভাবে সংগ্রহের জন্য Web-Based Software ব্যবহার করা হচ্ছে
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, এমএসআর ও অন্যান্য সরবরাহ সেবা যুগোপযোগী করতে এবং ক্রয়/সংগ্রহ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ট্র্যাকিং করার জন্য Web-Based Supply Chain Management Portal ব্যবহার করা হচ্ছে
- সরকারী ক্রয়/সংগ্রহ কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে E-Tendering চালু করা হয়েছে।

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় : আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

WORLD POPULATION DAY

11 July 2019

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০১৯

ICPD25
International Conference on Population and Development

25 years of the ICPD:
accelerating the promise

জনসংখ্যা ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ২৫ বছর:
প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়ন

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

brac jhpiego UKaid UNFPA জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রেক্ষাপট

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৫/২১৬ নং প্রস্তাব পাসের প্রেক্ষিতে প্রতি বছর ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে বছরেই ১১ জুলাই প্রথমবারের মত পৃথিবীর ৯০টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়। সেই হিসেবে এবারে ৩০ তম বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক বক্তৃতা, র‍্যালি, সেমিনার ও আলোচনা সভা। রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান। আয়োজন করা হয় প্রেস ব্রিফিং, অডিও ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সেবাদান প্রতিষ্ঠান গুলোতে বিশেষ সেবাদান কর্মসূচি।

জনসংখ্যা ও উন্নয়নে কায়রো সম্মেলন

'জনসংখ্যা ও উন্নয়ন' (International Conference on Population and Development-ICPD) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ২৫ বছর পূর্তি হচ্ছে এ বছর। ১৯৯৪ সালের ৫-১৩ সেপ্টেম্বর মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় এ যুগান্তকারী সম্মেলন। কায়রো সম্মেলন ছিলো এমন একটি সম্মেলন যেখানে জাতীয় ও সর্বজনীন উন্নয়ন প্রচেষ্টা হিসেবে যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) কে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে যুগান্তকারী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। বিশেষত: কর্মকৌশলে বলা হয় সকল ব্যক্তির সর্বজনীন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাবার অধিকার রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছাভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রসবসেবা এবং যৌনবাহিত সংক্রমণের প্রতিরোধ ও সেবাগ্রহণ। উল্লেখ করা যায়, প্রজনন স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়ন ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে থাকা দুটি বিষয় যা একটি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপরিহার্য। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য হলো নারীর মানবাধিকার এবং এটি নারীর ক্ষমতায়নেরও পূর্বশর্ত। আবার বলা যায়, আপামর জনসাধারণের ভালো থাকা ও উন্নতি নিশ্চিত করতে হলে নারীর প্রতি সমতা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। কর্মকৌশলে আরও বলা হয়, একজন নারীর জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকলক্ষেত্রে যেমন,অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সমানভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সেইসাথে নারীর প্রতি সকল ধরণের যৌন বৈষম্য দুরীকরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

নাইরোবি সামিট ও এবারের প্রতিপাদ্য

আগামী ১২-১৪ নভেম্বর, ২০১৯ কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হবে 'নাইরোবি সামিট'। এই সামিট এর সামগ্রিক প্রতিপাদ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে ***'25 years of the ICPD : accelerating the promise'*** বাংলায় যার ভাবান্তর ***'জনসংখ্যা ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ২৫ বছর: প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়ন।'*** বর্তমান প্রেক্ষাপটে, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সার্বজনীন যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিতকরণ। একজন নারী 'সন্তান নেবে কি নেবেনা, নিলে কখন নেবে এবং কতটি সন্তান নেবে'-এ সকল বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখনও পরিপূর্ণভাবে পেতে সক্ষম হয়নি। তাই আইসিপিডি'র অসমাপ্ত কার্যক্রমের দ্রুত বাস্তবায়নের অঙ্গীকার প্রকাশ হয়েছে এবারের প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে।

কেনিয়া ও ডেনমার্ক সরকার এবং ICPD এর স্বাস্থ্যভিত্তিক সংস্থা জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) সম্মিলিতভাবে '২৫ বছরে ICPD' নাইরোবি সামিট আয়োজন করতে যাচ্ছে। এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে উঁচু পর্যায়ের সম্মেলন যেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, নারীদের বিভিন্ন সংস্থা, তরুণ সমাজ, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষ সম্মিলিতভাবে একই মঞ্চে উপনীত হয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ICPD'র অসমাপ্ত কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এবং এর সহযোগী সংস্থা সমূহের জন্য এই নাইরোবি সামিট একটি উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কায়রো সম্মেলনে (ICPD) কিশোরী ও নারীদের মাঝে তাদের 'পছন্দ ও সুযোগ' কে কাজে লাগানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে ছিলো, ব্যক্তির প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা যার মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রসবসেবা, বৈধ গর্ভপাত, যৌনবাহিত HIV/AIDS এর মতো রোগের প্রতিরোধ ও সেবা প্রদান এবং নারীর প্রতি যেকোন ধরণের (স্ত্রী যৌনাঙ্গের খৎনা অথবা জোড়পূর্বক বিয়ে দেয়া) সহিংসতা নির্মূল করা।

কায়রো প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনে আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে প্রজনন স্বাস্থ্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত। অর্থ্যাৎ "প্রজনন স্বাস্থ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি সম্মিলিত রূপ। প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার শুধুমাত্র শারীরিক, মানসিক দুর্বলতা অথবা এ সংক্রান্ত রোগের অনুপস্থিতিকেই বোঝায়না, বরং এটা নারীর অধিকারকে সমুন্নত করবে যেখানে একজন নারী তার ইচ্ছে ও স্বাধীন মতো সন্তান সংখ্যা এবং দু'টি সন্তানের মাঝে কত সময় বিরতি হবে তা নির্ধারণ করবে। সেইসাথে সন্তুষ্ট ও নিরাপদ যৌনজীবন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।" এ বিষয়টি তথাকথিত ধারণা থেকে অনেক বৃহৎ যেখানে শুধুমাত্র অসুস্থতা ও মৃত্যু প্রতিরোধই মূখ্য নয়, বরং একটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তৈরী করাই এর মূল লক্ষ্য।

আইসিপিডি পরবর্তী বাংলাদেশ

১ এপ্রিল ২০১৯ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'জনসংখ্যা ও উন্নয়ন' শীর্ষক ৫২ তম কমিশনে বাংলাদেশ সাউথ-সাউথ সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে আইসিপিডি'র লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু প্রস্তুত তা তুলে ধরে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন নবজাতকের মৃত্যু, ৫ বছর কমবয়সী শিশুর মৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন, জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসকরণ। আর এ সবই কায়রো সম্মেলনের কর্মকৌশল বাস্তবায়নের অংশ।

সেই সাথে ICPD এর কর্ম-কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আরও সুপারিশ ছিল-

- ❖ সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে অধিক বিনিয়োগ
- ❖ উন্নয়নশীল দেশের সাউথ-সাউথ সহযোগিতার ফোকাল পারসনের দক্ষতা ও সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ
- ❖ সাউথ-সাউথ ও ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা জোড়দারকরণ যাতে নতুন নতুন কর্মকৌশল, নতুন সহযোগিতা, লব্ধ জ্ঞান শেয়ারিং এবং পরীক্ষিত বেস্ট প্রাকটিসগুলো (সাফল্য গাঁথা) বৃদ্ধি পায়
- ❖ এজন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ।

আইসিপিডি'র প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাফল্য

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে–

- শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছেন
- মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৪ সালে ছিল ৩.২০ জন যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৬৯ হয়েছে (SVRS-2018)
- ০-১ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৬ সালে ছিল ৫২ জন, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২২ হয়েছে (SVRS-2018)
- ০-০৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৬ সালে ছিল ৬৫ জন, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২৯ হয়েছে (SVRS-2018)
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সহায়তায় শিশু জন্মের হার ২০১১ সালের ৩২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৪৭.৫০% এ উন্নীত হয়েছে (UESD-2016)
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ এর ২.৬১% থেকে ২০১১ সালে ১.৩৭%-এ হ্রাস পেয়েছে (আদমশুমারীর চূড়ান্ত প্রতিবেদন-২০১১)
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫-এর ৭.৭% থেকে ২০১৭ সালে ৬৩.১%-এ উন্নীত হয়েছে (SVRS-2018)